নির্বাচিত সূরা ও আয়াত সংকলন

আ'মালুল কুরআন

মা'হাদ প্রকাশনী

বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রকাশকাল : রমাযান ১৪৪৫ হিজরী, মার্চ ২০২৪ ঈসায়ী

সম্পাদক : মুফতী মাহমূদুল আমীন

প্রকাশক : মা'হাদ প্রকাশনী

সংকলক : দারুত তাসনীফ, মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : মাওলানা মাহমূদুল হাসান

গ্রন্থস্বত্ব © মা'হাদ প্রকাশনী

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা

Email : mbuhus@gmail.com

A'MALUL QURAN

Published by MAHAD PROKASHONI
Basila Garden City, Muhammadpur, Dhaka-1207

ভূমিকা

পবিত্র কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম। আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার নিবিড় সেতুবন্ধ। রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়া-অনুগ্রহ ও পবিত্র ভালোবাসা লাভের সুনিশ্চিত উপায়। পবিত্র কুরআনের সবটুকুই বরকতের ফল্গুধারা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানগণ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।' –সূরা সাদ; আয়াত ২৯

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল-কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে দণ্ডায়মান হবে।' –সহীহ মুসলিম; হাদীস ২২৩

অন্যত্র নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই কমলা লেবু যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত।' –সহীহ বুখারী; হাদীস ৫০২০

পবিত্র কুরআনের সকল সূরা ও আয়াত বরকতময়। তবে কুরআনের কিছু সূরা ও কিছু আয়াত এমন রয়েছে যেগুলো অতিশয় বরকত সমৃদ্ধ। যেসব আয়াত ও হাদীস সম্বন্ধে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযীলত ও মাহাত্ম ঘোষণা করেছেন। ফযীলত পরশিত সে সকল আয়াত ও সূরার উপর যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নিয়মিত আমল করেছেন এবং নিজেদের দৈনন্দিন আমল হিসেবে সেগুলোকে গ্রহণ করেছেন। ফযীলতপূর্ণ এমন কিছু সূরা ও আয়াত নিয়ে *আ'মালুল কুরআন* কিতাবটি সংকলিত হলো। এমন একটি আমলের কিতাব প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। 'ফালিল্লাহিল হামদু জামী'আ'।

বস্তুত মা'হাদের কয়েকজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর আবদার-অনুরোধ ও নিয়মিত উৎসাহ প্রদানের ফলেই বরকতপূর্ণ এ পুস্তিকাটি আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

পুস্তিকাটি সংকলন করার ক্ষেত্রে মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার দারুত তাসনীফের মুশরিফ মাওলানা

সাঈদুর রহমান সাহেবের ভূমিকাই ছিলো প্রধান। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তথ্য বিশ্লেষণ করে কাজটিকে সুসম্পন্ন করেছেন। আর কাঠামোগত সৌন্দর্য বর্ধন ও অঙ্গ সজ্জায়নে নিরন্তর শ্রম দিয়ে পুস্তিকাটিকে প্রকাশনা উপযোগী করেছেন মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার সম্মানিত মুঈনে মুদীর মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব। তাদের প্রতি থাকলো অনন্ত আন্তরিকতা ও শুকরিয়াপূর্ণ ভালোবাসা। আল্লাহ তা'আলা দীনকেন্দ্রিক সকলের মেহনত-মুজাহাদাকে কবুল করুন। আমীন।

দ্রষ্টব্য: পুস্তিকাটিতে আমলের যে সকল পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও আরো পদ্ধতি রয়েছে। পুস্তিকার কলেবর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে সকল পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে জেনে সে অনুযায়ী আমল করারও অবকাশ রয়েছে।

—সম্পাদক

সংক্ষিপ্ত সূচী

সূরা ফাতিহা	০৯
সূরা বাকারা	১২
আয়াতুল কুরসী	১৪
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত	১৬
সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত	১৯
সূরা সাজদাহ্	২২
সূরা ইয়াসীন	৩০
সূরা দুখান	৪৪
সূরা রাহমান	৫২
সূরা ওয়াকিয়া	৬০
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৬৯
সূরা মুল্ক	৭১
সূরা ইখলাস	৭৯
সূরা ফালাক	৭৯
সূরা নাস	৮০

সূরা ফাতিহা
কুরআনের সর্বমহান
(সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ) সূরা

ফযীলত : হযরত আবূ সাঈদ ইবনু মুআল্লা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন; কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাযরত ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, 'হে মুমিন সকল! আল্লাহ ও রাসূল যখন তোমাদের আহ্বান করেন তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও'? –সূরা আনফাল; আয়াত ২৪

তারপর তিনি বললেন, তোমার মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বে অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাকে কুরআনের সর্বমহান (সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ) সূরা শিক্ষা দেব। তখন তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন মসজিদ থেকে বের হতে ইচ্ছা করলেন তখন আমি

বললাম, আপনি তো বলেছেন অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে কুরআনের সর্বমহান সূরা শিক্ষা দিবো। তখন তিনি বললেন, তা হলো, 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। এটাই হলো 'আস-সাব্‌উল মাসানী' (বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত) এবং 'কুরআনে আযীম' যা আমাকে দেওয়া হয়েছে। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৪৭৪

আমলের পদ্ধতি : (১) যখনই সূরা ফাতিহা পাঠ করা হবে তখনই উক্ত ফযীলতের বিষয়টি খেয়াল করা। (২) শেফার জন্য অসুস্থ ব্যক্তিকে উক্ত সূরা পাঠ করে ফুঁক দিবে।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ

الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

সূরা বাকারা

বরকত ও নিরাপত্তার সূরা

ফযীলত : (এক) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমদের ঘরসমূহকে কবরস্থান বানিয়ো না। নিশ্চয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়। –সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৮০

(দুই) হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কুরআন পড়ো, কারণ তা কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা দুই যাহরা (আলোকময় দু'টি সূরা) তথা সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠ করো। কারণ, এই সূরা দু'টি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যেন তা দু'টি মেঘখণ্ড, অথবা বলেছেন যেন তা দু'টি ডানা মেলা পাখির ঝাঁক। এই দু'টি সূরা পাঠকারীদের পক্ষ-সমর্থন করবে (অর্থাৎ তাদের মুক্তির জন্য

আল্লাহর নিকট দাবী জানাবে)। অতএব তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করো। কারণ এই সূরা (আমলের জন্য) গ্রহণ করা বরকতের কারণ এবং পরিত্যাগ করা আক্ষেপের কারণ। আর অকর্মণ্যরা এই সূরার উপর আমলে সক্ষম হয় না। (দ্বিতীয় অনুবাদঃ আর এই সূরার প্রভাব যাদুকররা নষ্ট করতে পারে না।) –সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮০৪, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২২১৪৬

আমলের পদ্ধতি : বেশি বেশি সূরা বাকারা পাঠের মাধ্যমে ঘরকে আবাদ রাখা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সূরা বাকারা দীর্ঘ হওয়ার কারণে এখানে শুধু শুরুর অংশটি উল্লেখ করা হলো। বাকীটুকু মূল কুরআনে কারীম থেকে তিলাওয়াত করা শ্রেয়।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

আয়াতুল কুরসী

শয়তান কাছে আসতে পারবে না

ফযীলত : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমাযানে যাকাতলব্ধ সম্পদ হেফাযতের দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আসলো এবং হাত ভরে খাদ্য-সামগ্রী তুলতে লাগলো তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। –এরপর বর্ণনাকারী পুরো ঘটনা উল্লেখ করেন– এক পর্যায়ে লোকটি বললো, যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার সাথে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে; যদিও সে বড় মিথ্যাচারী। সে হলো শয়তান। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৫০১০

আমলের পদ্ধতি : ঘুমের পূর্বে আয়াতটি পাঠ করে ঘুমানো।

اٰيَةُ الْكُرْسِيّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ

سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا

بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا

خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ

اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ

الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿٢٥٥﴾

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত
রাতে পাঠকারীর জন্য যথেষ্ট হবে

ফযীলত : আবূ আবূ মাসউদ বদরী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে, যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টি পাঠ করবে তার জন্য এ আয়াতদ্বয় যথেষ্ট হয়ে যাবে। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৪০০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শেষ দুই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত। এই হাদীসে যথেষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটাকে ব্যাপক রাখা হয়েছে। ইমাম নববী রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাত জেগে ইবাদতের স্থলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। অথবা উদ্দেশ্য হলো, শয়তান বা বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। –ফাতহুল বারী ফী শরহিল বুখারী

আমলের পদ্ধতি : রাতে ঘুমের সময় আয়াত দু'টি পাঠ করা।

اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ
اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا

حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا

تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وقفة

وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وقفة وَارْحَمْنَا ۗ وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ ع

সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত

দাজ্জাল থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়

ফযীলত : (এক) হযরত আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত আত্মস্থ করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। –সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮০৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই বর্ণনার অন্য সূত্রে ফযীলতটি সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ সূরার উপর আমল করাই উত্তম।

(দুই) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে সে এই জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ে উজ্জ্বল নূর লাভ করবে। –মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৩৯২

আমলের পদ্ধতি : (১) বেশি বেশি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। (২) পূর্ণ সূরা মুখস্থ করা। (৩) প্রতি শুক্রবার সূরাটি নিয়মিত তিলাওয়াত করা।

عَشْرُ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ
وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۞۱ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ
بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا
حَسَنًا ۞۲ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۞۳ وَّيُنْذِرَ
الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۞۴ مَا لَهُمْ بِهٖ
مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً
تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا

كَذِبًا ۞۵ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ
اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞۶
اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ
اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۞۷ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا
عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۞۸ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ
اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا
عَجَبًا ۞۹ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا
رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا
مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞۱۰

সূরা সাজদাহ্
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে তিলাওয়াত করতেন

ফযীলত : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে 'সূরা সাজদাহ' এবং 'হাল আতা আলাল ইনসান' সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৯১

আমলের পদ্ধতি : ইমাম সাহেবের জন্য কখনো কখনো সূরাটি শুক্রবার ফজরের নামাযে তিলাওয়াত করা।

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۚ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ
هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ
مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾
اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا
شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ

مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ
فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّوْنَ ۝٥ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦ الَّذِىْۤ اَحْسَنَ كُلَّ
شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ
طِيْنٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ
مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ
رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩ وَقَالُوْۤا
ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ

جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠
قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ
بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١ وَلَوْ تَرٰۤى
اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٢ وَلَوْ شِئْنَا
لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ
مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ ۝١٣ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ
يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ

الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّمَا يُؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا
وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٥﴾ السجدة
تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ
مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾
اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا
يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًاۢ بِمَا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ
النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ
اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ
النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾
وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ
الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ
عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ
مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ

اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ
بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ
لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ
يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ
اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ
الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا
تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا
يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ
لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ
اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

সূরা ইয়াসীন

মৃতদের জন্য পাঠ

ফযীলত : হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মৃতদের জন্য সূরা ইয়াসীন পড়। –সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১২১, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৪৪৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হাদীসটি সনদগতভাবে 'যঈফ'। তবে মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠের আমল পূর্বসূরীদের থেকে পাওয়া যায়। –মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৬৯৬৯। অতএব এই হাদীস অনুযায়ী আমল করতে অসুবিধা নেই।

আমলের পদ্ধতি : (১) মুমূর্ষ রোগীর নিকট সূরাটি পাঠ করা। (২) সকালে কিংবা রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠের বিষয়ে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় এবং নেককারগণের আমলও রয়েছে। সে হিসেবে এ আমল করা যেতে পারে।

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ٢ اِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ٣ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٤
تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا
مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ٦ لَقَدْ
حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا
فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ٨
وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا

يُبْصِرُوْنَ ⑨ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑩ اِنَّمَا تُنْذِرُ

مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ⑪ اِنَّا نَحْنُ

نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ⑫

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ

جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ⑬ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ

اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا

اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ⑭ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا

بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ

شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ⑮ قَالُوْا رَبُّنَا

يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ⑯ وَمَا عَلَيْنَآ

اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑰ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑱ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۗ

اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ⑲

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى

قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ⑳ اتَّبِعُوْا

مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾
وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ
يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ
شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾
قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ
الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ
بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا

مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً
فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ
مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾
وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾
وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا
وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا
فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا
فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ

وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا
تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ
النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ
تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ؕ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى
عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ
يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ ۙ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا
يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۙ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا
وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا
مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ
رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ

لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾
وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ
اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ
بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ
الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ
وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ ۚ
سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا
الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ
اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ۗ
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ

مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۗ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾
هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ
اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى
اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ
نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۗ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ۗ اِنْ هُوَ
اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ
حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَلَمْ
يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ
اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ
فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ
فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ
يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ

قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٧٦
اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ
فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا
وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيْمٌ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ
مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ ۝٧٩ الَّذِيْ
جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا
فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝٨٠ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ
يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝٨١

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۝٨٢ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٨٣

সূরা দুখান

আমলের পদ্ধতি : রাতে ঘুমের পূর্বে এ সূরাটি তিলাওয়াত করা যেতে পারে। সূরাটিতে আল্লাহর রহমত, প্রতাপ, অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অনাচার ও তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এবং সব শেষে জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ রয়েছে। দিনের পরিসমাপ্তিতে এগুলোর স্মরণ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ ۙ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ
لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا
يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ ۙ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ
اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ ۙ رَبِّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ

يَلْعَبُوْنَ ٩ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ
بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۙ١٠ يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ١١ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ١٢ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ
جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۙ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ١٤ اِنَّا كَاشِفُوا
الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ١٥ يَوْمَ
نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ١٦
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۙ١٧ اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ١٨ وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى
اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۚ١٩ وَاِنِّيْ
عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ٢٠ وَاِنْ
لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ٢١ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ
هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ٢٢ فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ
لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۙ٢٣ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ
اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ٢٤ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ٢٥ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ٢٦
وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ٢٧ كَذٰلِكَ ۫
وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ٢٨ فَمَا بَكَتْ

عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ وَمَا كَانُوۡا
مُنۡظَرِيۡنَ ﴿۲۹﴾ وَلَقَدۡ نَجَّيۡنَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ
مِنَ الۡعَذَابِ الۡمُهِيۡنِ ﴿۳۰﴾ مِنۡ فِرۡعَوۡنَ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ عَالِيًا مِّنَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدِ
اخۡتَرۡنٰهُمۡ عَلٰى عِلۡمٍ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۳۲﴾
وَاٰتَيۡنٰهُمۡ مِّنَ الۡاٰيٰتِ مَا فِيۡهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيۡنٌ ﴿۳۳﴾
اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوۡلُوۡنَ ﴿۳۴﴾ اِنۡ هِىَ اِلَّا مَوۡتَتُنَا
الۡاُوۡلٰى وَمَا نَحۡنُ بِمُنۡشَرِيۡنَ ﴿۳۵﴾ فَاۡتُوۡا
بِاٰبَآٮِٕنَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۳۶﴾ اَهُمۡ خَيۡرٌ
اَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ

اَهۡلَكۡنٰهُمۡ ۚ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ ﴿۳۷﴾ وَمَا
خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا
لٰعِبِيۡنَ ﴿۳۸﴾ مَا خَلَقۡنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَلٰكِنَّ
اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۹﴾ اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ
مِيۡقَاتُهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۴۰﴾ يَوۡمَ لَا يُغۡنِىۡ مَوۡلًى
عَنۡ مَّوۡلًى شَيۡـًٔا وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ﴿۴۱﴾ اِلَّا
مَنۡ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿۴۲﴾
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوۡمِ ﴿۴۳﴾ طَعَامُ الۡاَثِيۡمِ ﴿۴۴﴾
كَالۡمُهۡلِ ۚ يَغۡلِىۡ فِى الۡبُطُوۡنِ ﴿۴۵﴾ كَغَلۡىِ الۡحَمِيۡمِ ﴿۴۶﴾
خُذُوۡهُ فَاعۡتِلُوۡهُ اِلٰى سَوَآءِ الۡجَحِيۡمِ ﴿۴۷﴾ ثُمَّ

صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِؕ ﴿٤٨﴾
ذُقْ ۚۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾ اِنَّ هٰذَا
مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ
فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍۙ ﴿٥١﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍۚۙ ﴿٥٢﴾
يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ
مُّتَقٰبِلِيْنَۚۙ ﴿٥٣﴾ كَذٰلِكَ ۟ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ
عِيْنٍؕ ﴿٥٤﴾ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ
اٰمِنِيْنَۙ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا
الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِۙ ﴿٥٦﴾
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

সূরা রহমান

আমলের পদ্ধতি : সূরাটিতে আল্লাহর বড়ত্ব, কুদরত, অনুগ্রহ এবং জান্নাত-জাহান্নামের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে। এগুলো স্মরণ করে সূরাটি সময়ে সময়ে তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি দেওয়া উচিত।

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ۙ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ﴿۵﴾
وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾ وَالسَّمَآءَ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿۷﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِى
الْمِيْزَانِ ﴿۸﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿۹﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا
لِلْاَنَامِ ۙ﴿۱۰﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ
الْاَكْمَامِ ۖ﴿۱۱﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ﴿۱۲﴾

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ
مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ
مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴿١٧﴾
فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ
یَلْتَقِیٰنِ ﴿١٩﴾ بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیٰنِ ﴿٢٠﴾
فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ یَخْرُجُ مِنْهُمَا
اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِی الْبَحْرِ
كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَّیَبْقٰی وَجْهُ رَبِّكَ
ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾ یَسْئَلُهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَیُّهَ
الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾
یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ
اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾
فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ یُرْسَلُ

عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرٰنِ ۚ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾
فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالدِّهَانِ ۚ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا
جَآنٌّ ۚ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ

اٰنٍ ۚ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ۚ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ
تَجْرِيٰنِ ۚ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾
فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ ﴿٥٢﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ
دَانٍ ۚ ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ
قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ

قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ
الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ
نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾
فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ

حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ
قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ
وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ
وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

সূরা ওয়াকিয়া
পরকালের কথা মনে করিয়ে দেয়

ফযীলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর রাযি. একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চুল যে পেকে গেল! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা হূদ, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা এবং সূরা কুব্বিরাত আমার চুল সাদা করে দিয়েছে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩২৯৭)

আমলের পদ্ধতি : (১) কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করে বেশি বেশি সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করা। (২) বাদ মাগরিব সূরা ওয়াকিয়া পাঠ অনেক নেককারদের আমল। এর দ্বারা রিযিকের প্রশস্ততার আশা করা যায়। এ সূরায় অন্যান্য আলোচনার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার 'রিযিকদাতা' গুণের আলোচনা বিশেষভাবে করা হয়েছে।

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا
كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ اِذَا رُجَّتِ
الْاَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾
فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ﴿٦﴾ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا
ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ
الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ مَآ اَصْحٰبُ
الْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾
اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾
عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا
مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ
مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا
يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا
يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا
سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ

اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ
مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾
وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾
وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّاۤ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾
وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ
مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾
وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوْا

يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوْا
يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا
ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾
قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ
اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا
الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ
مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ
شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾
نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ
اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ
الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰۤى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى
فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾
ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ
نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾
اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ

اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ۗ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ
اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾
نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۚ ﴿٧٣﴾
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ اُقْسِمُ
بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۙ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ
عَظِيْمٌ ۙ ﴿٧٦﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۙ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ
مَّكْنُوْنٍ ۙ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۗ ﴿٧٩﴾
تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ

اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۙ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ
اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ ﴿٨٣﴾
وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ اَقْرَبُ
اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ
اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ
نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾
فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّآ
اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ

مِنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

আমলের পদ্ধতি : এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার বেশ কিছু বরকতময় আসমায়ে হুসনার উল্লেখ রয়েছে। এগুলো নিয়মিত আমলের দ্বারা প্রভূত কল্যাণের আশা করা যায়।

ثَلٰثُ اٰيٰتٍ مِّنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ
اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ
السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

সূরা মুল্‌ক

তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফায়াত করবে

ফযীলত : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনে কারীমে ত্রিশ আয়াত সম্বলিত এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফায়াত করবে। ফলে তিলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তা হলো সূরা মুলক। –সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৮৯১, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৪০০

আমলের পদ্ধতি : নিয়মিত এ সূরাটি কোনো একটি সময়ে পাঠ করা। উদাহরণস্বরূপ ইশার নামাযের পর।

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ١ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْغَفُوْرُ ۙ ٢ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ
مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ٣
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا

السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا
لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ٥
وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ٦ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا
لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۙ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ
الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ
خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ٨ قَالُوْا بَلٰى قَدْ
جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ
مِنْ شَىْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ٩
وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ

اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ١٠ فَاعۡتَرَفُوۡا بِذَنۡۢبِهِمۡ ۚ
فَسُحۡقًا لِّاَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ١١ اِنَّ الَّذِيۡنَ
يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَيۡبِ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ
وَّاَجۡرٌ كَبِيۡرٌ ١٢ وَاَسِرُّوۡا قَوۡلَكُمۡ اَوِ اجۡهَرُوۡا
بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ١٣ اَلَا يَعۡلَمُ
مَنۡ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيۡفُ الۡخَبِيۡرُ ١٤ هُوَ
الَّذِيۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا
فِيۡ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ ؕ وَاِلَيۡهِ
النُّشُوۡرُ ١٥ ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِي السَّمَآءِ اَنۡ
يَّخۡسِفَ بِكُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوۡرُ ١٦

اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِي السَّمَآءِ اَنۡ يُّرۡسِلَ
عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ كَيۡفَ
نَذِيۡرِ ١٧ وَلَقَدۡ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ
فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيۡرِ ١٨ اَوَلَمۡ يَرَوۡا اِلَى الطَّيۡرِ
فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقۡبِضۡنَ ؕۘ مَا يُمۡسِكُهُنَّ
اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيۡءٍۢ بَصِيۡرٌ ١٩
اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِيۡ هُوَ جُنۡدٌ لَّكُمۡ يَنۡصُرُكُمۡ
مِّنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ ؕ اِنِ الۡكٰفِرُوۡنَ اِلَّا فِيۡ
غُرُوۡرٍ ۚ ٢٠ اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِيۡ يَرۡزُقُكُمۡ اِنۡ
اَمۡسَكَ رِزۡقَهٗ ۚ بَلۡ لَّجُّوۡا فِيۡ عُتُوٍّ وَّنُفُوۡرٍ ٢١

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ
يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ
هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا
رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ
رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ
تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ
غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

আশ্রয় প্রার্থনার সূরাসমূহ
(সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস)

ফযীলত : হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতা বোধ করতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার সূরাগুলো পড়ে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুছে দিতেন। যখন তিনি মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সেই সূরাগুলো পাঠ করে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতে লাগলাম, যেগুলো পড়ে তিনি ফুঁক দিতেন। এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতে লাগলাম। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৪৩৯

সূরা ইখলাস
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর

ফযীলত : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পড়তে শুনল। সে বারবার তা পাঠ করছিল। পরদিন সকালে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

এসে বিষয়টি উল্লেখ করল। (তার কথায় মনে হচ্ছিল) যেন সে ঐ ব্যক্তির বারবার 'কুল হুয়াল্লাহ' পাঠ করাকে স্বল্প গণ্য করছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৫০১৩

আমলের পদ্ধতি : যে কারো অনিষ্ট বা কষ্টের আশঙ্কায় কিংবা বিপদ-আপদে আল্লাহর কাছে এই সূরাগুলো পাঠের মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়া। সেক্ষেত্রে সূরাগুলো পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীর মুছে দেওয়া। নিয়মিত এ আমলটি করা যেতে পারে।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ② لَمْ يَلِدْ ۙ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ④

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ ① مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ۙ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ ③
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ ④
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ① مَلِكِ النَّاسِ ۙ ②
اِلٰهِ النَّاسِ ۙ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ
الْخَنَّاسِ ۙ ④ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ
النَّاسِ ۙ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥